|  |
| --- |
| **নির্বাচন কমিশন সচিবালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ। নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ, নীতিগত নির্দেশনা প্রদান, অভিযোগ যাচাই-বাছাই এবং তা নিষ্পন্ন করা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর পূর্বশর্ত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। সামগ্রিক এ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার অর্ধেক হিসেবে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি দৃঢ় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর করা কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনি পরিবেশের উন্নয়ন নারীদের কেবলমাত্র ভোট দিতে নয়, প্রার্থী হিসেবেও নিজেদের যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে প্রণোদিত করছে। যে সকল সিদ্ধান্ত সাধারণত লিঙ্গপ্রভাব-বহির্ভূত বলে মনে করা হয়, যেমন ভোট গ্রহণের মেয়াদকাল, ভোটকেন্দ্রের স্থান, ব্যালট পেপারের নকশা ইত্যাদি নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

নির্বাচনে নারীর সম্পৃক্ততা তিনভাবে বিবেচনা করা যায়μভোটার হিসেবে, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে ও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনসংক্রান্ত বিদ্যমান আইন/বিধিমালায় নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগে এমনকি নির্বাচনে নারীদের প্রার্থীতার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধার জন্য নির্বাচন কেন্দ্রে নারীদের জন্য পৃথক ভোটগ্রহণ কক্ষ প্রস্তুত করা হয় এবং এসব কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রত্যেক নির্বাচনে পৃথক পরিপত্র জারি করা হয়। রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন-২০২০-এর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্বের বিধান রাখা হয়েছে। এতে নির্বাচনে নারীদের প্রার্থীতার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নির্বাচন কমিশন | ২,৩৭২ | ২,০৭০ | ৩০২ | ১২.৭ |
| **মোট :** | **২,৩৭২** | **২,০৭০** | **৩০২** | **১২.৭** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা | কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সকল স্তরের জনগণের, বিশেষত প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে। যার নির্বাচনি অঙ্গীকারে নারীসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্ব পাচ্ছে। |
| ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ ও ভোটার ডাটাবেইজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ | নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংগ্রহণের মাধ্যমে নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীরা ভূমিকা রাখেন এবং দেশের মূল্যবান নাগরিক হিসেবে জাতীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। |
| নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার | নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বিঘ্নে কার্য সম্পাদন করতে সহায়তা করে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং অধিক নারী জনপ্রতিনিধিত্বের ফলে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়। |
| প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি | প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নারী অধিকার সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বর্তমানে দেশের প্রায় ১১.৯২ কোটি ভোটারের মধ্যে অর্ধেক হলো নারী। ডাটাবেজে এদের তথ্য সংরক্ষণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনি পরিপত্রসমূহে নারী পুলিশ, নারী আনসার, নারী রিটার্নিং অফিসার, নারী সহকারী রিটার্নিং অফিসার, নারী প্রিজাইডিং অফিসার, নারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, নারী পোলিং অফিসার নিয়োগে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-1972-এর অনুচ্ছেদ-৯০বি (ii) অনুযায়ী রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন-২০২০-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ :

* সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি;
* প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের অসচেতনতা;
* অবিবাহিত, অনগ্রসর ও নিরক্ষর মেয়েদের ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ; এবং
* নির্ধারিত ফি প্রদান করে জন্মনিবন্ধন সনদ সংগ্রহে অনীহা।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
* নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
* রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
* নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
* নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; এবং
* রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।